

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-245 ■ 15 June, 2025 ■ আগরতলা ১৫ জুন, ২০২৫ ইং ■ ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাড়িতে হামলা

রাজ্যজুড়ে বিজেপির প্রতিবাদের গর্জন



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ সোনামুড়া/ খোয়াই/ উদয়পুর / ১৪ জুন। বাংলাদেশে মহানয়ী উড়ুপুসে অবতীর্ণ সরকার ক্ষমতা দখল করবার পর থেকেই প্রতিনিয়ত সনাতনী বিশেষ করে হিন্দুদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে রক্ষিত্রান্না খে জৈবুরের পৈতৃক ভাণ্ডে রক্ষা পায়। বর্তমানে চারদিকে রক্ষিত্রান্নাখের জৈবুর পূর্বাঙ্গ প্রতাপসিংগ করবার একটি চক্রান্ত চলছে। কখনও উদারকৈ প্রসারিত ভাণ্ডে করানো হচ্ছে আরো কখনও পাঠ্যগ্রন্থে উত্তর অস্তিত্ব ভুলে ফেলা হচ্ছে।

রিসাভাজগের মুক্তি যেনে পূর্ন ভাণ্ডে হয়েছো। তেমনি বাংলাদেশের রিসাভাজগের শাহাজগের পূর্ন রক্ষিত্রান্নাখের মুক্তিভাণ্ডে কাছাড়ি বাড়ি তথা বর্তমান মিউজিয়ামে মৌলদীপাঠা আক্রমণ করে ভাণ্ডুর চালায়। সেখানে বসে কবিগুণ অনেক সাহিত্যি সত্তার রচনা করয়েন। বাংলাদেশে সনাতনীর আজ আক্রমণের স্বীকার আর জাতীয় কবির মুক্তিও নিরাপদ নয়।

এদিন সংস্কার ভারতী প্রিপারা প্রাস্ত-র পশ্চিম প্রিপারা জেলা সমিতি এই ঘনানার বিজ্ঞার জানায় ও আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশে হাই কমিশনের আধিকারিকদের এই ঘটনা পূর্ন তত্ত্ব করবার জন্য বড়ো গ্রন্থে করবার আহ্বান জানায়। এই কার্যক্রমে প্রিপারা প্রাস্ত সমিতির সদনগণ পূর্ন পশ্চিম

জেলা সমিতির সভাপতি সৌমেন্দ্র
সেখ, সাধারণ সম্পাদক অরুণ
দেউভাষ্য ও জেলার সদস্যগণ
উপস্থিত ছিলেন।
বাংলাদেশে বিশ্ববিক্রয় রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুরের পৈতৃক বাড়িতে
স্বাধীনতাশের ইদ্রুশ খানের
অন্ত্যর্ভীকান শরকারে নেতৃত্বে
দুহুতিকারী। বর্বাতিত
নাগরাজক হামলা চাণিয়েছে
তারাই প্রতিবাদে অগ্ন শহরের
রাজপথে বিকোভ মিছিলে শমিল
হয়েছে প্রদেশে বিজেগ। এদার
বিকোভ মিছিলটি এদার
চৌহমুনি থেকে শুক হয়েছ বর্ডার
গেলি চকর গিয়ে শেষ হয়েছে।
এদার বিখারক ভগদান দান দকন,

[illegible]

৬ এর পাতায় দেখুন

পিস্তল সহ
নেশাকারবারি
ও চোর
পলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪
জুন। কুখ্যাত বাইক চোর
নোশাংকারবারি কোনাবন এলাকার
নারায়ণ সরকারকে পিস্তুল সহ
থ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এবং
বিসএসএফ। দীর্ঘদিন যাবত নারায়ণ
সরকার আন্তর্জাতিক
মানবপাচারকারী, চুরির বাইক এবং
নোশা জাতীয় দ্রব্য বাংলাদেশের
মাথে যোগাযোগে চালিয়ে বাণিজ্য
চালিয়ে **৬ এর পাতায় দেখুন**

বঙ্গবন্ধু ও রবীন্দ্রনাথকে যারা সম্মান করেনা
তারা ভারতকেও সম্মান করবে না : প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। বাংলাদেশের জনগণ না মুজিবের রহমানের সম্মান করেছে, না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মান করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতায় দেশের উন্নয়নে যাদের কৃতিত্ব সব থেকে বেশি তাদেরকে সম্মান জানাতো পারবো বাংলাদেশের নাগরিক। বর্তমানে যাঁরা যাঁহা বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের দেবকির ভিটেতে হামাগুর খান্যায় এমনটাই বললো প্রদ্যুৎ কিশোর গৈবন্ধ।

তার কথায়, ঠাকুর মুজিবের রহমান বাংলাদেশকে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। ঠাকুর মুজিবের রহমানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। যে দেশ নিজের দেশের অভিজ্ঞ কথায় সাহায্যকারী নিয়ে বাঙালির সম্মান করতে

পারেন, তারা ভারতবর্ষের সম্মান প্রত্যেককে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান কোন ত্রিা মথা ছাড়া আঞ্চলিক এছাড়াও তিনি বাংলাদেশে অপ্রশাসনকে করা পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত এলাকায় আর সরকার আরো কঠোরভাবে এই দিক। কোনভাবে যেন অবৈধ তরোহিসা এদেশে প্রবেশ করতে কঠোর হতে হবে।

৬ এর পাতায় দেখুন

শরিফুল হত্যাকাণ্ড

রাজ্যে বিষাক্ত বাতাস
তৈরির চেষ্টা : জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন। দাসরা রাজ্যে বিবাহ ব্যতঃ সৈনিক বাহুরা চেষ্টা করছে শাসকগোষ্ঠীর একটা অংশ। আসার তাঁরা পরিত্যক্ত ফ্যানোটে করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। আজ শরিফুল ইসলামের বাড়িতে গিয়ে এমনটাই প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করলেন সিপিআইএমএ পলিটবুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন তাঁরা সাথে ছিলেন শ্রাবণ সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত, নারী নেত্রী কৃষ্ণা রায়চৌধুরী, পাণ্ডুর বিরোধী সম্প্রদায় অমন চক্রবর্তী প্রমুখ। তারা আজ শরিফুলের মা বাবা আখীরা পরিজনদের সঙ্গে মিলে বহুলায় সন্মান অর্জন করতী প্রমুখ। তারা আজ শরিফুলের মা বাবা আখীরা পরিজনদের সঙ্গে মিলে বহুলায় সন্মান অর্জন করতী প্রমুখ। তারা আজ শরিফুলের মা বাবা আখীরা পরিজনদের সঙ্গে মিলে বহুলায় সন্মান অর্জন করতী প্রমুখ।

রাজ্যে বিবাহও বাতাস তৈরি করার চেষ্টা করছে শাসকগোষ্ঠীর একটা অংশ। আসলে তাঁরা পরিস্থিতি ঘোলাটে করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়, বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি।
পাশাপাশি, এদিন তিনি ওই
অভিযুক্তদের গ্রেফতারের সম্ভাব্য
প্রকাশ করেন। তাছাড়া, পুলিশ
প্রশাসনের ৬ এর পাতায় দেখে

শরিফুলের খুনের ঘটনা
পুনঃনির্মাণ করে
দেখালো অভিযন্ত্রণ

নিজস্ব প্রতিভা, আগরতলা, ১৪ জুন। শরিফুল হাসান হত্যাকাণ্ডের ঘটনা পুনর্নির্মাণ করে দেখানো মূল অভিযুক্ত। আজ এনসিসি থানার পুলিশ ইলহামগরে অভিযুক্তদের নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেছে। গত ৬ জুন রাতে শরিফুলকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর কিতাবের হত্যা গণ্য হয়েছে তার সম্পর্কিত। এনিম ঘান্যালে গিয়ে ঢুলে ধরবে মূল অভিযুক্তরা। পুলিশকে ঘটনাঙ্কলে গিয়ে ৬ জুন রাতে সমস্ত ঘটনা পুনর্নির্মাণ করে দেখিয়েছে অভিযুক্তরা। পুলিশ তাদের বয়ান অনুযায়ী গোটা ঘটনাঙ্কল পরিদর্শন করেছে। উল্লেখ্য, গত ৬ জুন রাতে ইলহামগরের যুবসংগঠন ইসলামিক কাল্জ বন্ধু ডা. দিবাকর সাহা দক্ষিণ ইন্দোনেশিয়ার বালিশা জয়ীপ দাসকে উপহাস শেখোয়া নাম করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর পোষাকের আগেই জম্মায়েতের বাড়িতে বসনীতা দাস (২৫) এবং অনিমেস যাদব (২১) নামের তাঁর উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতেই ডা. দিবাকর সাহা শারঙ্গদ কপের পরীক্ষণ ইসলামকে হত্যা করেন। ব্রিক্রাক প্রেমের জেরের ওই হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে জানান তিনি। শরিফুল ইসলাম শেখার স্মার্ট সিস্টেম বিবিসি কলি হিসেবে কাজ করতেন।

রাজ্যে ২ জনের দেহে
করোনার সংক্রমণ

আগরতলা/নয়াদিল্লি, ১৪ জুন। ত্রিপুরা চ্যাক রাঙানো শুরু করেছে কারোনা। গত ২৪ ঘণ্টায় ২ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তাঁদের বাড়িতে একান্তবাসে রাখা হয়েছে। এদিকে, সারা দেশে ৭৪০০ জন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ৩৫৪ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া ৮৫ জন সুস্থ হয়েছে এবং সব মিলিয়ে ৯৯১ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মিলে পিয়েছেন।

ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ তপন মজুমদার জানিয়েছেন, রাজ্যে বর্তমানে ২ জন করোনায় আক্রান্ত রোগী রয়েছে। তাঁরা সার্বিকভাবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বাস করেন। তিনি বলেন, যথাসাধ্য পর্দা চিকিৎসার উপসর্গ নিয়ে তারা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। তখন তাঁদের করোনায় আক্রান্ত করা হয়েছিল। অরুণি-গিণিসাখিওলা পল্লিকার্যে তাঁদের দেখে করোনায় সংক্রমণ চিহ্নিত হয়েছিল। বর্তমানে তারা বাড়িতেই একান্তবাসে রয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন।

ইতিপূর্বে এজেন্সি সতর্ক করেছিল।

৩ ও এর পাতায় দেখুন

👉 ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রিপার ও কমান্ডারের
সংঘর্ষে আহত ১২, মৃত শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন। টিপ্রাণ ও কমান্ডারের সংঘর্ষে আহত হয়েছে ১৩ জন ব্যক্তি। এর মধ্যে গুলতরাং আহত হয়েছে ছয়জন। বিশালগাভ লস্কর চৌমুহী একালায় টিপ্রাণের আতঙ্কিত হয়ে সংঘর্ষে 'আতঙ্কিত' হয়েছে ১৩ জন ব্যক্তি। টিপ্রাণের ১১৯৮৯ নম্বরে একটি যাবীবাই কমান্ডার গাভি যাবী নিয়ে বিশালগাভ থেকে বঙ্গগাণ নিয়ে উদ্দেশ্যে গুজরাং নিয়েছিল। ওই পাথে অপর দিক থেকে টিপ্রাণের ১৮১০ নম্বরে একটি ৩৬ এর পাতায় দেখুন

৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষ্যে

রক্তদান একটি সামাজিক দায়িত্ব : মুখ্যমন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪
জুন। শুভাঙ্গী এতদিন রমদায়
দিনে পালন করতেন মাসের মধ্যে
সচেতনতা সৃষ্টি করা যাবেন
এজন্য সাহায্য করার এবং বিষয়ে
উদ্গোণ নেওয়া প্রয়োজন।
রক্তদান একটি সামাজিক দায়িত্ব
একটি নিষ্পত্তি প্রয়োজ্যতা। কেন্দ্র
একটি নিষ্পত্তি দিনে সীমাবদ্ধ নয়।
আজ আগরতলার প্রজ্ঞাতাবনে বিশ্ব
রক্তদাতা হিসেবে উদ্গোণ করছেন
রক্তদাতা প্রসঙ্গে (ডা.) মানিক
সাহা একথা বলেন। আজকের
অনুষ্ঠানে গুরুত্ব মুখ্যমন্ত্রী
উপস্থিত অতিথিগণ রক্তের গ্রুপ
আবিষ্কারক ডা. কার্ল
ফ্রাঙ্কস্টেইনারের প্রতিকৃতিতে
পুষ্পার্ণব করতেন। এই
অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা স্টেট ব্লাড
ট্রান্সফিউশন কর্তৃক সিলের
উদ্বোধন। “কিপার রক্তকোষ।”

এর আনুষ্ঠানিক সূচনাও হয়। এছাড়াও ২০১৫-২৬ সালের জন্যে যেহেঁরা রত্নদানের কাগজের প্রকাশ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের বার্ষিক মুখ্যপত্র “স্বাস্থ্য সুরক্ষা” প্রকাশ এবং ২০২৪-২৬ সালে যেহেঁরা রত্নদান শিবির আয়োজনকারী শ্রেষ্ঠ জাতিসংগঠনকে স্বর্ণপদক বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রত্নের মতো একক বিক্রি নেই। এর থেকে যেমত কাজ আর নেই। রত্নদান একটি মানবিক কাজ এবং এটি সমাজের সকলের জন্য উপকারী। একজন ব্যক্তি রত্নদানের মাধ্যমে নিজেরও জীবন বাঁচাতে সমর্থ হয়। পাশাপাশি রত্ন হীরাচার হৃদয়েও তিনি স্থান করে নিতে পারেন। রত্নদান করলে বিনা পয়সায় অনেক পরীক্ষণও

রক্তদাতার সম্পন্ন হয়ে যায়। শলা চিকিৎসা, দুর্ঘটনা, প্রসবকালীন সময়, ক্যান্সার, থালাসেমিয়া ইত্যাদি বিপত্তি রোগের চিকিৎসার সময় রক্তের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। রক্তদান দিবসের প্রানী উদ্দেশ্যই হচ্ছে যেহেতু রক্তদানকে গুরুত্ব সম্পর্কে জাগরণকে সচেতন করা। সেই সঙ্গে মুমূর্ষ রোগীর জীবন বাঁচাতে যেহেতু রক্তদাতাদের মানবিক আবেদনকে স্বীকৃতি দেওয়া। এবছরের এই দিবসের উদ্দেশ্য বাবনা হচ্ছে “রক্ত দিন আশা জাগান চলুন সবাই মিলে জীবন বাঁচান”।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুস্থ পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই বছরে যথাক্রমে ৪ বার এবং ৩ বার রক্ত দিতে পারেন তবে রক্তদান এবং মজুতের মধ্যে সমতা বজায় থাকা দরকার। রাজ্যের মোট ৩৬ এর পাতায় দেখুন

৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমস্ত বিষয়ে সুস্থ
প্রতিযোগিতা থাকতে হবে : কৃষিমন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪
জুন। ছাত্রছাত্রীদের মানুষের মত
মানুষ হতে হবে। সমাজের বিভিন্ন
অংশের মানুষকে ভালোবেসে

কাছে টেনে নিতে হবে। এতে
সমাজ এবং দেশ উপকৃত হবে।
আজ মোহনপুরের স্বামী
বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে স্বেচ্ছা

রক্তদান শিবির এবং
মহাবিদ্যালয়ের ১তম প্রতিষ্ঠা
দিবস উপলক্ষে আয়োজিত
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কৃষিমন্ত্রী
রতনাল নাথ একথা বলেন
তিনি বলেন, এই পৃথিবী আমাদের
সবার। সবাইকে নিয়ে এগিয়ে
যেতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা রাজ্য তথা
পাড়াশুনার পাশাপাশি রাজ্য দেশ
দেশের খবরা খবরও রাখতে হবে

তারা শ্রেণীকক্ষে যারা বসে রয়েছে
তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ
ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সম্ভ্রম বিরোধে
সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকতে হবে
এতে সমাজ উপকৃত হবে। তিনি
বলেন, প্রত্যেক শিশু বিভিন্ন
সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। তাদের এই
সম্পদকে বিকাশিত করার দায়িত্ব
শিক্ষক-শিক্ষিকাদারের। কৃষিক্ষেত্র
বলেন, ছাত্রছাত্রীদের একবিংশ
শতকের যে চ্যালেঞ্জ তাকে
মোকাবেলা করেই এগিয়ে যেতে
হবে। এই ছাত্র ভাগতে
কোটিগুণ বেশি যুগ শক্তি রয়েছে
একে পাথের কুরে বিভিন্ন বিষয়ে
আমাদের আত্মনির্ভর হতে হবে
ভারতের

৬ এর পাতায় দেখুন

কাজ, খাদ্য সহ একাধিক দাবিতে সিপিএমের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। কাজ, খাদ্য, রোগের বা টুয়েপের শ্রমদাসের ও মুজুরি বৃদ্ধি করা, সহ স্বামী জনাজীবনের আও ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের দাবিতে মিছিল সূচ্য সংগঠিত করলো সিপিআই(এম)। পার্টির মলয়নগর ও বনকুমারী অঞ্চলের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল এদিনের কর্মসূচি। কর্মসূচি থেকে বিজেপির জোট সরকারের প্রতিশ্রুতি পালন ও কানুইর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সংগ্রামকে ভূমিকা গ্রহণ করতে আসুন জানানো হয়েছে।

নেশা ও জুয়া বন্ধে প্রশাসনের কার্যক্রম ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সিপিআই(এম) ডুকলি মহকুমা সম্পাদক সমর চক্রবর্তী, মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বিজিৎ রায়, নীলাঞ্জনা রায়, মহকুমা কমিটির সদস্য বাবু বেনোন্না, প্রদ্যোত দাস, বিধায়ক রাম দাস, প্রাক্তন বিধায়ক নকুল দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিন বিজয়নগর থেকে স্লোগান সোচায় মিছিল যোগেশ্বরনগর রেল স্টেশন হয়ে বনকুমারী সমর স্মৃতি ভবনের সামনে এক সপথ সভায় মিলিত হয়। এখানে কানুরাম সাহা ও ইসমাইল মিসার সভাপতিত্বে সমর চক্রবর্তী, বিজিৎ রায়, নীলাঞ্জনা রায়, নকুল দাস ও রাম দাস আলোচনা করেন।

৬ এর পাতায় দেখুন

‘ফলো করা ভালো, কিন্তু অন্ধ অনুসরণ নয়’

অভিজিৎ সামন্ত (ইংরেজি শিক্ষক)

২. অন্ধ অনুসরণ:- বিপদের দিক যখন কেউ না বুঝেই কাউকে বা কিছু অনুসরণ করে, তখন সেটা হয়ে যায় অন্ধ অনুসরণ। কোনো ব্যক্তিত্বের খ্যাতি দেখে যদি আমরা তার সব কথাকেই সত্য বলে ধরে নিই, তাহলে আমরা ভুল পথে চলে যেতে পারি। ধর্ম বা রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্ধ অনুসরণ সমাজে বিভেদ, হিংসা, ও উগ্রতা সৃষ্টি করতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া সব তথ্য বা ট্রেন্ড যদি যাচাই না করেই আমরা ফলো করি, তাহলে আমরা ভুল তথ্য ছড়াতে

সাহায্য করি এবং নিজেরাও বিভ্রান্ত হই। অন্ধ অনুসরণ মানে নিজের বিচার-বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে অন্যের পথ অনুসরণ করা, যা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

৩. ফলো করার আগে যা চিন্তা করা প্রয়োজন:- যাচাই করুন: যাকে বা যেটাকে আপনি ফলো করছেন, সেটা সত্য, ইতিবাচক ও নৈতিক কিনা যাচাই করুন।

নিজের মস্তিষ্ক ব্যবহার করুন: অন্যের কথা বা কাজ কপি না করে নিজের বিশ্লেষণ দিয়ে চিন্তা করুন।

আপনার মূল্যবোধের সঙ্গে মিল আছে কিনা: যাকে আপনি অনুসরণ করছেন, তার নীতি ও আদর্শ আপনার ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা ভাবুন। সামাজিক প্রভাব দেখুন: এই অনুসরণ কি সমাজে ভালো বার্তা ছড়ায়, না কি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে? ৪. কাকে ফলো করা উচিত? যারা সত্যের পথে চলে। যারা অন্যকে সম্মান করে এবং মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাস করে। যারা নিজের সাফল্যের গল্প দিয়ে অন্যকে উৎসাহিত করে, কিন্তু কখনো কারো উপর নিজের মত

চাপিয়ে দেয় না। যাদের মধ্যে নিজের ভুল স্বীকার করার বিনয় রয়েছে। উপসংহার: পরিশেষে এটাই আমরা বলতে পারি যে- ফলো করা একটি শক্তিশালী অভ্যাস। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এটি আমাদের জীবনকে বদলে দিতে পারে। কিন্তু অন্ধভাবে ফলো করলে তা হতে পারে আমাদের ধ্বংসের কারণ। আজকের এই প্রযুক্তি-নির্ভর, তথ্য-ব্যব্যাপ্ত দুনিয়ায় আমাদের দরকার সচেতন ও জ্ঞানী অনুসারী হওয়া। তাই ‘ফলো’ করবো, কিন্তু চোখ বন্ধ করে নয়।চোখ খোলা রেখেই।

ভূমিকা: বর্তমান যুগে “follow” শব্দটি আমাদের জীবনের একটি সাধারণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কাউকে ফলো করা, কোনো ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক ব্যক্তি, সেলিব্রিটি, এমনকি ফ্যানশ ট্রেন্ড বা জীবনধারাকেও আমরা অনুসরণ করি। কিন্তু প্রশ্ন হলোসব কিছুকে কি ফলো করা উচিত? অনুসরণ করার একটি সীমা থাকা কি প্রয়োজন? আজকের এই নিবন্ধে আমরা বিশ্লেষণ করবো কেন ফলো করা ভালো, কখন সেটা ক্ষতিকর হয়, এবং কীভাবে আমরা সচেতন অনুসারী হতে পারি।

১. অনুসরণ করার ইতিবাচক দিক:- কাউকে ফলো করা মানে হচ্ছে তার অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা, কিংবা জীবনদর্শন থেকে শিখতে চাওয়া। একজন শিক্ষকের পেছনে ফলো করলে আমরা জ্ঞান লাভ করি। একজন সফল উদ্যোক্তার পথ অনুসরণ করলে আমরাও অনুপ্রাণিত হই নিজস্ব উদ্যোগ গড়তে। একজন সদাচারী ব্যক্তির জীবনধারা অনুসরণ করলে সমাজে ভালো মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা সম্ভব। এখানে ফলো করা মানে হলো শেখা, অনুপ্রেরণা নেওয়া, নিজের উন্নতির জন্য পথ বেছে নেওয়া।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের অন্ধকারময় ধারাবাহিকতা: আলোর সন্ধানে

নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে শুধু অন্ধকারময়তাই নয়, আছে এক জটিলতাও। আসলে যেখানেই অন্ধকার, সেখানে জটিলতাও থাকতে বাধ্য। অর্থাৎ অন্ধকার ও জটিলতা একই মুদ্রার দুই দিকও বটে। সম্পর্কের। এই দ্বৈত দিকটা আমাদের অনেকেরই হয়তো কমবেশি জানা। কিন্তু এ থেকে নিজেদেরকে বের করে আনার কোনও অনিবার্য উদ্যোগ কখনও দেখা যায়নি। আমাদের চিন্তার জগতে কখনও আলোড়ন তোলেনি সম্পর্কের এই দ্বৈত দিকটা। অথচ এর সম্মুখীন হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। হয়তো এটাকে বাড়াবিক বলে মেনে নিয়েছি আমরা।

গত ৯ এপ্রিল ২০২৫ বৃধবার বিকেলে জর্জ ভবনে আয়োজিত “দিল্লী প বন্দোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা”র বিষয় ছিল “নারী- পুরুষ সম্পর্কের ‘ অন্ধ কার’ময় ধারাবাহিকতা: আলোর সন্ধানে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী অধ্যাপক ড. মীরাভূন নাহার ছিলেন এদিনের প্রধান বক্তা। তাঁর পরিশীলিত নাতিদীর্ঘ বক্তব্যের পরতে পরতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নারী- পুরুষ সম্পর্কের অন্ধকারময় ধারাবাহিকতা। যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করে চলেছি আমরা। আজকের একুশ শতকের আধুনিক বৈশ্ব শতকের আধুনিক বৈশ্ব উন্নত সভ্যতার মধ্যেও। কী আশ্চর্য কাণ্ড।

এমন কি, চিন্তাবিদ ড. মীরাভূন নাহার তাঁর স্মারক বক্তৃতায় স্মৃতির পুরনো পাতা উল্টে বলেন, ‘ছোটবেলায় পড়েছিলাম “জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে-তার মান মানুষ জাতি। আমরাও অনেকেরই পড়েছি - কথাগুলো। কারও কারও হয়তো স্মরণেও আছে। মীরাভূন বলেন, কিন্তু সত্যিই কী আমরা “মানুষ” হতে পেরেছি? না, “মানুষ” হতে পারিনি আমরা। প্রকৃত “মানুষ” হতে পারলে এই পৃথিবীর চেহারাটাই আমূল বদলে যেতো একথা কোমভাবেও অস্বীকার করা যায় না। কারণ আমাদের চারদিকে মানুষ নামধারীরা থাকলেও প্রকৃত মানুষ কোথায়? নারী- পুরুষের প্রথাগত পার্থক্য নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পরায়ণক্রমে স্পষ্ট হতে থাকে ড. মীরাভূন নাহারের অভ্যস্ত যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্যে এবং এরফলে সমাজে কিংবা ধ্বংস করে কবায়? বিভেদ-বিভাজন। ও সংঘাত তৈরি হয়েছে তার বিশদ ব্যাখ্যাও দেন এই প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদ। কখনও ব্যক্তিজীবন, কখনও সমাজজীবন, কখনও রাষ্ট্রীয়জীবন-একে একে তুলে ধরেন ওই অনাকাঙ্ক্ষিত বিভেদ-বিভাজন ও সংঘাতের সুনির্দিষ্ট দিকগুলো। তাঁর বলার মাধুর্য, জোরালো যুক্তি আর

বরুণ দাস
হাত ধরে, কাঁধে কাঁধ রেখে চলার কথা-সেখানে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছি। শিক্ষিত, সভ্য, সচেতন ও উন্নত বলে দাবি করছি অথচ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারিনি। তাঁর আরও সংযোজন, আমাদের বোধবুদ্ধি, মেধা, চিন্তাচেতনা, মননের দিক থেকে কোনও ঘাটতি নেই। তাহলে কোথায় আমাদের ঘাটতি? তিনি বলেন, আমাদের অঙ্গর্গত চৈতন্যের উল্লোধন ঘটেনি। (মনে করুন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের স্মরণীয় উক্তি তোমাদের চৈতন্য হোক) ওখানেই আমরা শতযোজন পিছিয়ে আছি, আমাদের মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাবোধের উন্মেষ ঘটেনি। চিন্তনের গভীরতায় ফাঁক ও ফাঁকি আছে।

পথে এই ঘাটতি পূরণ করা যাবে? এই অনিবার্য প্রশ্নের উত্তরে তিনি স্পষ্ট করেই বলেন, যে প্রয়োজনীয় পাঠ নিজেদের ঘর থেকেই গুরু হওয়ার কথা ছিল, সেখানেই রয়েছে আমাদের সার্বিক ব্যর্থতা। বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের অভিভাবকেরাই ছোটোবেলা থেকে আমাদের মধ্যে নারী পুরুষের প্রথাগত পার্থক্য এবং অন্ধকারময় সম্পর্কের স্বরলিপি তৈরি করে দেন। যেখান থেকেই গুরু বৈষম্যের কারণ-বিভাজন। যাসারা জীবন আমরা বহন করে চলি।

কী সেই পারস্পরিক বিভেদ-বিভাজন? জন্মের পর থেকেই ছেলে-মেয়েদের জন্য পোশাকের বিভাজন। এরই পাশাপাশি উভয়ের কথাবার্তা, চালাকেরা, আচার-আচরণের মধ্যেও একটা কৃত্রিম বিভেদেরেখা টেনে দেওয়া হয়। এটা বেড়াইরাই করে দেন। ছোটোবরা কিভাবে তাঁদের জীবন-দর্শনের দিক থেকে যার গুরুত্ব অপরিসীম। কেন এই ফাঁক ও ফাঁকি? কারণ আমরা “মানুষ” হয়ে উঠতে পারিনি। শুধুই পুরুষ কিংবা নারী হয়ে

রয়েছি। তাই তো বিজ্ঞাপনে নারীদেরের এমন দৃষ্টিকটু প্রদর্শন। নিজেদেরকে সহজলভ্য করে ফেলেছে মেয়েরা। কর্পোরেট দুনিয়ার আগ্রাসী ও অশালীন লোভের কাছে নতিস্বীকার করেছে তারা যা কোনওভাবেই কামা নয়। অর্থের লোভে মেয়েরা নিজেদেরকে সস্তা পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে দিচ্ছে। উঠতি বয়সের শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণির মেয়েদেরমধ্যেই এই প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি। একই কথা বিনোদনের আকর্ষণীয় মাধ্যমগুলির ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। যেন শরীর দেখানোর প্রতিযোগিতা চলে আসছে-তা দূর করতে পারিনি বলেই এটা আজও ঘটে চলেছে। যেখানে উভয়ে হাতে

কথার অবধ্যা হবে? তারা স্বতঃ সিন্ধুভাবেই তা মেনে নেয়। এভাবেই চলছে নারী-পুরুষ সম্পর্ক জনিত বিভেদের অনাকাঙ্ক্ষিত ধারাবাহিকতা। লক্ষ্যণের দেওয়া “সীতার গণ্ডি” পেরিয়ে কেউ আর এগাতেই পারছে না। আমরা সবাই যেন ওই গণ্ডির মধ্যেই শুধু ঘুরপাক খাচ্ছি।

প্রতিনিয়ত মেয়েদের পই পই করে শেখানো হয়- কিভাবে তারা কথাবার্তা বলবে, গলার স্বর কতোটা তুলবে, রুঢ়তা কিভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, পূরণশ্বর সঙ্গে কেমন আচরণ করবে, নারীসুলভকোমলতা কিভাবে বজায় রাখবে, কখন বাড়ি ফিরবে, সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে থাকা চলবে না, ছেলেদের সঙ্গে কতোটা

ছটিকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কথায়, “এই যেমন আমি পেরেছিলাম। তাঁর আরও সংযোজন,” ভাববেন না আমি নারী বিদ্বেশী। মোটেই নারী বিদ্বেশী নই। আমি ওই মনুষ্য-কৃত নিষেধাজ্ঞার ঘোরতর বিরোধী। যে নিষেধাজ্ঞা একজন মানুষকে কেবল পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যেই আঁতুড়ে চলে আসছে যুগের পর যুগ। শতাব্দীর পর শতাব্দী। এভাবে আরও কতোদিন চলবে তাও কিন্তু আমাদের জানা নেই। বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার লোক কোথায়?

কারণ আমরা অভিভাবকেরা নিজেরাই সচেতন হইনি।

আসলে বিসমিল্লায় গলদ। যে প্রয়োজনীয় পাঠ দেওয়ার কথা নিজেদের ঘর থেকে, সেখানেই তো আমাদের ব্যর্থতা।

মেয়েদের পদে পদে বেড়ি পরাতেই আমরা ব্যস্ত। পাটিতে টানরা, ড্রিক্স করা, সিগারেট

যাওয়া, বৈধ ধারণে বীরত্ব বা সাহসিকতা দেখায় তো তখনই তাকে বলা হবে, এই তুমি

জাগরণ	আগরতলা,১৫ জুন, ২০২৫ ইং ৩১জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
গ্রামীণ অর্থনীতিতে	
প্রযুক্তির প্রভাব	
প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা, এবং ডিজিটাল প্রাটফর্মের প্রসার বড় ভূমিকা পালন করিতেছে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইল ই-গভর্নেন্স ও পরিষেবা প্রদান। গ্রামাঞ্চলেও এখন সরকারি পরিষেবা অনলাইনে সহজেই পাওয়া যাইতেছে। জমির রেকর্ড, পরিচয়পত্র, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ইত্যাদি ডিজিটাল মাধ্যমে দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে পৌঁছিয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে। সস্তা ডেটা এবং স্মার্টফোনের সহজলভ্যতার কারণে গ্রামীণ এলাকাগুলিও এখন শহরের মতো ডিজিটাল বিশ্বের অংশ হইয়া উঠিয়াছে। ডিজিটালিজেশনের সুবাদে বর্তমানে ভারতে, শহর আর গ্রামের সীমারেখা অনেকটাই মুছিয়া গিয়াছে। মানুষ ক্রমশ নাগরিক জীবনশৈলীতে নিজেদের অভ্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত আরবিআই-এর মাসিক বুলেটিনে বলা হইয়াছে, ২০২৪-২৫ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে অর্থাৎ জুলাই-সেপ্টেম্বর ভারতীয় অর্থনীতিতে দ্রুত অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কারণ কৃষিজাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি ঘটিয়াছে। গ্রামীণ জীবনযাপনে উন্নতির ফলে মানুষের ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়াছে। এনএসএসও-র সাম্প্রতিক মাসিক মাথাপিছু খরচ (এমপিসিই) যাত্রা সন্মীক্ষায় উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা থেকে দেখা যাইতেছে যে,গ্রামীণ ব্যয় শতরে অশ্বকোষপহিয়া যাওয়ায়,গ্রাম-শহরের ব্যবধান কমিয়া আসিতেছে এর পিছনে রহিয়াছে ক্রমবর্ধমান আর্থিক লেনদেন।সম্প্রতি মজুরির হার বৃদ্ধি এবং শহরে অভিবাসনের কারণে গ্রামীণ পরিবারগুলিতে রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরবিআই-এর বুলেটিনে আরও বলা হইয়াছে যে, এমন কিছু নির্দিষ্ট কারণ রহিয়ায়েছে যাত্রা, গ্রামীণ পরিবারগুলির ব্যয় ক্ষমতা বাড়িয়া তুলিয়াছে। সন্মীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে যে পরিবহন, চিকিৎসা ব্যয় এবং উপত্যক্তা পরিষেবার ব্যয়, গ্রামীণ অঞ্চলে খাদ্যশস্য বাবদ ব্যয়ের চাহিতে বেশি। উন্নয়নগুলি আশা জগাইয়া তুলিয়াছে এবং গ্রামীণ ভারত ক্রমশ শহরাঞ্চলের জীবনশৈলীর সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিয়াছে।গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষ ভোগ্যপণ্য অর্থাৎ এক্সমসিজি-তে ব্যয় বাড়াইয়া দিয়াছেন। এর ফলে এই ধরনের পণ্য সংস্থাগুলি এর সুফল পাইতেছে, যাত্রা আয়ের আগপেড স্টক মূল্যায়নকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এই ধরনের পণ্য বিক্রির পরিমাণে উন্নতির ফলে মুদ্রাস্ফীতি সময় নিয়া কমিয়াছে।ভারতকে বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, জিডিপির ২০-২৫ শতাংশে পৌঁছনো প্রয়োজন। উন্নয়নের শীঘ্রে পৌঁছনোর পথ হইল উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এটি বৈদ্যুতিন, ফার্মাসিউটিক্যালস, টেক্সটাইল এবং অটোমোবাইলের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়াইয়া তুলিবে এবং ভারতীয় পণ্যগুলিকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামূলক মানে পৌঁছিয়া দিবে।	

‘যুব উদ্যোক্তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারত বিশ্ব ড্রোন হবে পরিণত হচ্ছে’ কমলেশ পাসওয়ান

চেন্নাই, ১৪ জুন: কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী কমলেশ পাসওয়ান আজ চেন্নাইয়ে গারুড়া অ্যারোস্পেস-এর নতুন কৃষি-ড্রোন স্বদেশীকরণ ক্ষেত্র এবং ৩০০টি সেন্টার অফ এঙ্গেলেশ-এর উদ্বোধন করলেন। এছাড়াও, ডিজিসিএ অনুমোদিত “ট্রেন দ্য ট্রেনার” প্রোগ্রামকেও আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করলেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে ভারত ড্রোন অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। লাইভ ডেমোনস্ট্রেশনে গারুড়া অ্যারোস্পেস-এর “ড্রোন দিদি”দের দক্ষতা তুলে ধরা হয়, যা দেশীয় উদ্ভাবন ও আত্মনির্ভরতার প্রতীক।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী পাসওয়ান গারুড়া অ্যারোস্পেস-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও অশ্বিন্থর জয়প্রকাশ-এর উদ্যোগ ও নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, “প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ২০২২ সালে ভারতের ড্রোন শিক্ষকে বৈশ্বিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তা আজ যুব উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ পাচ্ছে।” তিনি আরও বলেন, “গারুড়া অ্যারোস্পেস-এর এই নতুন কারখানায় আমি একসঙ্গে ২০০০টি কৃষি-ড্রোন একত্রে দেখছি, যা এর আগে কখনও দেখিনি। এটি ভারতীয় প্রযুক্তির সম্ভাবনা ও ক্ষমতাকে জোরালোভাবে তুলে ধরে।”

অশ্বিন্থর জয়প্রকাশ জানান, “প্রধানমন্ত্রী ২০২৬ সালের মধ্যে ১ লক্ষ “মেড-ইন-ইন্ডিয়া” ড্রোন তৈরির লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। ইতিমধ্যেই আমরা ৪,০০০টি ড্রোন সরবরাহ করেছি, এবং আগামী দুই বছরের মধ্যে সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করব বলে আত্মবিশ্বাসী।”

৩৫,০০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে তৈরি এই অগ্রণী ড্রোন কেন্দ্রটি দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কৃষি-ড্রোন ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচারিং ও টেস্টিং হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটি গারুড়া অ্যারোস্পেস-এর পূর্ববর্তী উৎপাদন ইউনিটের সম্প্রসারণ এবং ভারতের ড্রোন শিক্ষকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

“ট্রেন দ্য ট্রেনার” প্রোগ্রামটি গারুড়া অ্যারোস্পেস-এর একটি মুখ্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট উদ্যোগ, যা প্রশিক্ষকদের ড্রোন প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলে সার্টিফায়েড ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ৩০০টি সেন্টার অফ এঙ্গেলেশ স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প অশীর্ষাদরদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে ড্রোন গবেষণা, উদ্ভাবন এবং স্কিল ডেভেলপমেন্টে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

গ্লোবাল সাউথ আলোচনায় নেতৃত্ব দিতে এলিট আরআইএস নেটওয়ার্কে মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইস্ফল, ১৪ জুন : মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয় আরও একবার প্রমাণ করল তার বৈশ্বিক গবেষণা-যোগাযোগের অঙ্গীকার। গত ৩ জুন ২০২৫, নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন ‘ট্রায়াল্‌দুলার কোঅপারেশন এন্ড সাউথ-সাউথ কোপোরেশ্যন’-এ, বিশ্ববিদ্যালয়টি রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ-এর সঙ্গে দ্বিতীয়বারের মতো সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করেছে।

এই সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয় ‘ইউনিভার্সিটি কানেক্ট হাব’ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ভারতের ২১টি নির্বাচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজাত তালিকায় স্থান করে নেয়। আরআইএস, যা গ্লোবাল সাউথের উন্নয়ন ইন্সা ও সমাধান নিয়ে কাজ করা একটি আন্তর্জাতিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, তাদের সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও নীতিনির্ধারণে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর নাওরেম লোকেন্দ্র সিংহ এবং আরআইএস-এর মহাপরিচালক প্রফেসর সচিন চট্টবৈদী এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। যৌথ গবেষণা, তথ্য বিনিময় এবং একত্রে প্রকাশনার সুযোগকে কেন্দ্র করে এই চুক্তিটি গঠিত হয়েছে।

প্রফেসর লোকেন্দ্র সিংহ বলেন, “মণিপুর বিশ্ববিদ্যালয় তার ভৌগোলিক অবস্থান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বিশেষত মিয়ানমার বিষয়ক গবেষণার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এই সমঝোতা শুধুমাত্র একাডেমিক গবেষণা নয়, বরং নীতি-ভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রেও আমাদের পরিসর বিস্তৃত করবে।”

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।



শনিবার সিপিএম সরদর কার্যালয়ে চে গোয়েভারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

দক্ষিণ রাজ্যগুলিতে ভোক্তা ন্যায়বিচার জোরদারে চেন্নাইয়ে আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করলো ভারত সরকারের ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর

চেন্নাই, ১৩ জুন ২০২৫: ভোক্তা অধিকার রক্ষায় দক্ষতা ও প্রতিষ্ঠানগত কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ভারত সরকারের ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর দক্ষিণ ভারতের রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ভোক্তা সুরক্ষা বিষয়ক একটি আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করেছিল চেন্নাইয়ে।

প্রধান অতিথি হিসেবে ভোক্তা বিষয়ক দপ্তরের সচিব স্মৃতি নিধি খারে বলেন, ডিজিটাল যুগে ভোক্তা সুরক্ষার জন্য অভিযোজিত আইনগত ও ডিজিটাল পরিকাঠামো অত্যাবশ্যক। তিনি ‘রাইট টু রিপেয়ার’ পোর্টাল, ই-জগুতি ও জাতীয় ভোক্তা হেল্পলাইনকে প্রিলিটিগেশন স্তরে দ্রুত, সহজ ও ব্যববহুল অভিযোগ নিষ্পত্তির একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় ভোক্তা সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ ‘ডার্ক প্যাটার্ন’, ভুয়ো রিভিউ এবং বিজ্ঞাতিকর বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, ২০২৫ সালে জাতীয় ভোক্তা হেল্পলাইনে মোট ৫.৪১ লক্ষ অভিযোগের মধ্যে ২৩ এসেছে দক্ষিণ রাজ্যগুলির ভোক্তাদের কাছ থেকে, যা এই অঞ্চলের সক্রিয় অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। সারা দেশে ২৮.৫৪ লক্ষ মামলার মধ্যে মাত্র ৫.৬২ লক্ষ বিচারাধীন, যেখানে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির অংশে মাত্র ১৩.৩৪। কর্পটিক ও কেরালা রাজ্য কমিশন দৃষ্টান্তমূলক কাজ করেছে, সেখানে দাখিল হওয়া মামলার চেয়ে বেশি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং একাধিক জেলা কমিশন ধারাবাহিকভাবে ১০০ নিষ্পত্তি হার বজায় রেখেছে।

তিনি নতুন ই-জগুতি প্ল্যাটফর্মের কথাও বলেন, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা চালিত এবং এতে ই-দাখিল ও কনফোনেট যুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চ্যাটবট নির্ভর অভিযোগ দাখিল, বহু ভাষার সহায়তা ও আইনজীবী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা।

উমিয়াম লেকের পাশে ২৭৩ একর জমি পর্যটন উন্নয়নের জন্য লিজ দিল মেঘালয় সরকার

শিলং, ১৪ জুন : মেঘালয় সরকার রাজ্যের পর্যটন খাতে বড় ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্য মন্ত্রিসভা সম্প্রতি ২৭৩ একর অনবরত জমি পর্যটন বিভাগের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা উমিয়াম লেকের আশেপাশে অবস্থিত। জমিটি মেঘালয় ইলেকট্রিক কর্পোরেশন লিমিটেড এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলির মালিকানাধীন, এবং ৬০ বছরের জন্য লিজে দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও ৩০ বছর পর্যন্ত বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে।

মন্ত্রিসভার মুখপাত্র ও পর্যটন মন্ত্রী পল লি'দোহ জানান, রাজ্য সরকার এই জমিকে ‘মনিটাইজেশন প্রকল্প’-এর আওতায় পর্যটনের জন্য ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়েছে। পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে পাঁচতারা হোটেল, লেক ক্রুজ পরিষেবা-সহ আরও একাধিক উচ্চমানের পর্যটন প্রকল্প, যা আগামী এক বছরের মধ্যেই শুরু হবে পাের কবে আশা করা হচ্ছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে মেঘালয় রাজ্যকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। উমিয়াম লেকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও মনোরম পরিবেশ পর্যটকদের আরও বেশি আকৃষ্ট করবে বলেই মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই প্রকল্প থেকে রাজ্যের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। এছাড়াও, মেঘালয় মন্ত্রিসভা ‘প্রধানমন্ত্রীর আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প ২০২৫’ -কে অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, ব্লক এবং আঞ্চলিক সদর দপ্তরের মধ্যে বাস পরিষেবা চালু করা হবে, যাতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে এবং সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের চলাফেরা সহজ হয়। সরকারের এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্তগুলি মেঘালয়ের পর্যটন ও পরিবহন অবকাঠামো উন্নয়নের দিক থেকে বড় অগ্রগতি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সিকিমের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যপাল ওমপ্রকাশ মাথুর

গ্যাংটক, ১৪ জুন : সিকিমের সার্বিক উন্নয়ন এবং সীমান্ত অঞ্চলের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হলেন রাজ্যপাল ওমপ্রকাশ মাথুর। শনিবার রাজভবন কেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে ‘ভাইব্রেট ভিলেজ’ প্রকল্পসহ সিকিমের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। এই প্রকল্পটি মূলত সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে গঠিত। পাশাপাশি, পরিকাঠামো, শিক্ষা, পর্যটন এবং সামাজিক কল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্পও আলোচনায় স্থান পেয়েছে বলে রাজভবন সূত্রে জানা গেছে।

রাজ্যপাল মাথুর উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনবতের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন, যেখানে তিনি সিকিমে চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। এই আলোচনা সিকিমের উন্নয়ন লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়কে আরও মজবুত করল বলে পর্যবেক্ষক মহলের মত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে রাজ্যপাল সিকিমের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব নিয়ে কথা বলেন। বিশেষ করে মঙ্গল জেলায় ঘটে যাওয়া নিরাপত্তা বিষয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যদের মৃত্যু প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়। রাজ্যপাল জানান, এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলি ভবিষ্যতে সতর্কতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের

প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করছে। এইসব বৈঠকের মধ্যে শুরু হয়েছে বার্কি কাইলাস মানসরোভার যাত্রা, যা জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে। উত্তরাবণ্ডের লিপুলেখ পাস এবং সিকিমের নাথুলা হয়ে এই যাত্রাপথে বহু তীর্থযাত্রী অংশগ্রহণ করেন। উল্লিখিত পথটি যথাক্রমে ১৯৮১ ও ২০১৫ সাল থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত মাসেই সিকিম তার ৫০তম রাজ্যত্ব বার্ষিকী পালন করে। এই উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান হলেও, ২৯ মে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে প্রধানমন্ত্রী মোদী সমগ্রীতে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তিনি ভাট্‌য়ায় বন্দব্য রাখেেন, যা এই অঞ্চলের জলবায়ু, গত চ্যাংলেঞ্জগুলিকে আবারও সামনে আনে।

অসম সীমান্তে সেনা গঠনের পরিদর্শনে অরুণাচল রাজ্যপাল, বেসামরিক-সামরিক সমন্বয়ের উপর জোর

গুয়াহাটি, ১৪ জুন ২০২৫: অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল কেটি পান্থাইক (অবঃ) সম্প্রতি অসম সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় সেনা গঠনগুলিতে দু’দিনব্যাপী পরিদর্শন সফর শেষ করেছেন। এই সফর ১১ জুন থেকে ১৩ জুন পর্যন্ত চলেছে এবং এতে তিনি বেসামরিক-সামরিক সম্পর্ক, সীমান্ত পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রাক্তন সেনা সদস্যদের কল্যাণ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি গজরাজ কর্পসের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং লেফটেন্যান্ট জেনারেল গম্ভীর সিংহ, রেড হর্নস ডিভিশন এবং ব্লেজিং সোড ডিভিশনের শীর্ষ সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। আলোচনায় জাতি গঠনে সেনার ভূমিকা, সীমান্ত অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রাক্তন সেনা সদস্যদের কল্যাণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ ও অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাজ্যপাল পারনাইক সফরের সময়

অবিচল নিষ্ঠা দেশ গঠনে অনন্য অবদান রাখছে।” এই সফরের মাধ্যমে বেসামরিক ও সামরিক অংশীদারিত্ব আরও দৃঢ় হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন রাজপাল। তিনি বলেন, এইসময় উক্ত পূর্ণধরনের সেনেনশীল সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে জরুরি ও নিরাপত্তা রক্ষার অন্যতম চ্যবিকাঠি।

রক্ষার অন্যতম চ্যবিকাঠি।

মণিপুরে জঙ্গি দমনে বড় সাফল্য: ৬ জন উগ্রপন্থী গ্রেপ্তার, ২২ কোটির মাদক ও অস্ত্র উদ্ধার

ইম্ফল , ১৪ জুন : রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে মণিপুর পুলিশ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ৬ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে। সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য, আগ্নেয়াস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম। অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির নেটওয়ার্ক ভেঙে ফেলা এবং রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনা। ১৩ জুন, কাকচিং জেলার লাংমেইডং মানিং লাইকাই এলাকায়, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি অফ কাংলাইপাক -এর এক সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে একটি টু-হুইলার, ৯,০০০ নগদ টাকা এবং একটি আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, এই ধরনের অভিযান জেলার শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তেংনৌপাল জেলার শাংতং এলাকায়, পিপলস রেভোলিউশনারি পার্টি অফ কাংলাইপাক এবং প্রিপ্যাক-এর আরও দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে চালালো এই যৌথ অভিযানগুলি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে

বিদ্যালয়গুলিতে চাঁদা আদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল। একই দিনে খৌবাল জেলার খৌবাল মেলাগ্রাউন্ড এলাকায় কাংলাইপাক কমিউনিস্ট পার্টি-এর এক সদস্য ধরা পড়ে। তার কাছ থেকে একটি টু-হুইলার, ৯,০০০ নগদ টাকা এবং একটি আধার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, এই ধরনের অভিযান জেলার শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একইসঙ্গে ১২ জুন, নিউ কেইথেলমানবি পুলিশ পিকেটে একটি টাটা টাক থেকে ছাদে লুকানো অবস্থায় বিপুল পরিমাণ মেথআমফেটামিন মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে যার মূল্য প্রায় ২২ কোটি টাকা। চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই

বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে দমন করার লক্ষ্যেই পরিচালিত। অন্যদিকে, ইম্ফল পশ্চিম জেলার লাদোল গেম ভিলেজ থেকে কেসিপি (পিডব্লিউজি)-এর সদস্য ইয়ুমখাইবাম রবেন সিংহ-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও সিম কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে, যা উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলির যোগাযোগের সূত্র ধরে তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

একইসঙ্গে ১২ জুন, নিউ কেইথেলমানবি পুলিশ পিকেটে একটি টাটা টাক থেকে ছাদে লুকানো অবস্থায় বিপুল পরিমাণ মেথআমফেটামিন মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে যার মূল্য প্রায় ২২ কোটি টাকা। চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই

অসমের শিবসাগরে ওএনজিসি গ্যাস ব্লোআউটের তৃতীয় দিন, ১২০০ জন সরানো হয়েছে, ত্রাণে দুর্বলতা নিয়ে ক্ষোভ

শিবসাগর, ১৪ জুন : ওএনজিসি-র রক্তসাগর তেল ক্ষেত্রে ভয়াবহ গ্যাস ব্লোআউট আজ তৃতীয় দিনে পা দিলেও এখনও তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। শিবসাগরের ভাটিয়া পাড়ায় ওয়েল নম্বর আরভিএস-১৪৭ (রিগ এসকেপি-১৩৫) থেকে ১২ জুন সকাল ১১:৪৫ নাগাদ শুরু হওয়া এই বিপর্যয় এখনও অব্যাহত। সংস্থার ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট দল এবং বিভিন্ন জরুরি পরিষেবা দল সক্রিয় থাকলেও ওয়েল কাপিং-এর প্রচেষ্টা তেমন অগ্রগতি

পায়নি। এখনো পর্যন্ত কোনো অগ্নিকাণ্ড বা হতাহতের খবর নেই, তবে গ্যাসের সুরস্রের আওয়াজ ও তাঁর গন্ধ আশপাশের মানুষের জীবনযাত্রায় মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। ভাটিয়া পাড়া ও বঙগাঁও মিলিয়ে প্রায় ১২০০ জন বাসিন্দা (১৩৭টি পরিবার) কে ১ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে থেকে স্থানান্তর করে ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছে। সেখানে খাবার, পানীয় জল, চিকিৎসা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হলেও বাসিন্দারা পরাপূর্ণ পরিকাঠামোর অভাব নিয়ে

অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। শিবসাগর জেলা প্রশাসক আয়ুষ গর্গ জানিয়েছেন, “ওএনজিসি, এসডিআরএফ, এনডিআরএফ ও স্থানীয় উদ্ধার দল যৌথভাবে কাজ করছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে। আমরা বাসিন্দাদের অনুপ্রেরণা করছি যেন তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় না যান ও প্রশাসনের নির্দেশ মানেন।” ওএনজিসি সূত্রে খবর, বিশেষায়িত তরল ব্যবহার চলেছে ‘ওয়েল কিলিং’ অপারেশন করে, যার পরবর্তী ধাপ ভোরের দিকে শুরু হবে। তবে ঠিক কবে পরিস্থিতি

নিয়ন্ত্রণে আসবে, সে বিষয়ে সংস্থা এখনো স্পষ্ট কিছু জানায়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা ২০২০ সালের বাজিরা বিপর্যয়ের স্মৃতি টেনে উত্তেগ প্রকাশ করেছেন। ত্রাণ শিবিরে মৌলিক পরিষেবার ঘাটতি এবং পুনর্বাসন নিয়ে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য তিন দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর পরেও উন্নতি না হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঞ্শিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসনের উপর জোর দিলেন অরুণাচলের রাজ্যপাল

ইটানগর, ১৪ জুন : অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্কেটি পারনাইক (অব:) রাজ্যে প্রযুক্তিনির্ভর প্রশাসনের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। বর্তমান রাজ্য সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে আয়োজিত বিশেষ মন্ত্রিসভা বৈঠকে তিনি অংশ নেন এবং এটাই ছিল তাঁর প্রথম অংশগ্রহণ। রাজ্যপাল পারনাইক বলেন, “প্রশাসনে অটোমেশন গুণু দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নয়, এটি ভবিষ্যতের সুযোগ ও চ্যালেঞ্জের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করার পথ।” তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে রিয়েল টাইম ডেটা ও বিশ্লেষণ চালুর পরামর্শ দেন, যাতে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায়। তিনি দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, “প্রত্যেক টাকা যেন মানুষের কাজ লাগে এই লক্ষ্যেই প্রশাসনকে কাজ করতে হবে।”

রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাম্ডু, উপমুখ্যমন্ত্রী চোনা মেইন এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সংস্কার, কর্মক্ষমতা এবং রূপান্তরের নীতিতে পরিচালিত হচ্ছে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় সরকারের অব্যাহত সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন। এছাড়াও, তিনি অপারেশন সিদ্ধুর সফল বাস্তবায়নকে ভারতের বৈশ্বিক উন্নয়নের মতো প্রচারণামূলক কৌশলের উপর লগাম টানতে সৌভাগ্য কনজিউমার প্রোটেকশন অথরিটি-র পক্ষ থেকে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।”

২০২৫ সালে জাতীয় ভোক্তা হেল্পলাইনে মোট ৫.৪১ লক্ষ অভিযোগ জানাও ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন উপভোক্তা বিষয়ক দফতরের সচিব নিধি খারে। চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলিতে ভোক্তা সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি আঞ্চলিক কর্মশালায় তিনি একথা বলেন।

নিধি খারে বলেন, “রাইট টু রিপেয়ার পোর্টাল, ই-জগুতি ও জাতীয় ভোক্তা হেল্পলাইন -এর মতো উদ্যোগগুলি ভোক্তাদের জন্য

মানুষ-কেন্দ্রিক প্রশাসনের চেতনার প্রতিফলন।” তিনি সরকারী কর্মী এবং তৃণমূল স্তরের প্রশাসনিক কর্মীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো এবং মানুষের জীবনমান বৃদ্ধির মূল স্তম্ভ হিসেবে চিহ্নিত করে এগুলিতে জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি সরকারি জমিতে দখলদারির প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি জনস্বার্থ ও উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার আহ্বান জানান।

ডিজিটাল যুগে প্রয়োজন উপযুক্ত আইনগত ও প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর: নিধি খারে

চেন্নাই, ১৪ জুন : ডিজিটাল যুগে ভোক্তা সুরক্ষার জন্য সহায়ক ও অনুকূল আইনগত ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন উপভোক্তা বিষয়ক দফতরের সচিব নিধি খারে। চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলিতে ভোক্তা সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি আঞ্চলিক কর্মশালায় তিনি একথা বলেন। নিধি খারে বলেন, “রাইট টু রিপেয়ার পোর্টাল, ই-জগুতি ও জাতীয় ভোক্তা হেল্পলাইন -এর মতো উদ্যোগগুলি ভোক্তাদের জন্য মামলা-মকদ্দমার আগেই দ্রুত, বামোলাহীন এবং কম খরচে অভিযোগ নিষ্পত্তির পথ খুলে দিচ্ছে।” তিনি এই ডিজিটাল পদ্ধতির প্রসার ও শক্তিশালীকরণের ওপর জোর দেন। তিনি আরও বলেন, “ডার্ক প্যাটার্ন, ভুয়ো রিভিউ এবং বিজ্ঞাতিকর বিজ্ঞাপনের মতো প্রচারণামূলক কৌশলের উপর লগাম টানতে সৌভাগ্য কনজিউমার প্রোটেকশন অথরিটি-র পক্ষ থেকে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।”

২০২৫ সালে জাতীয় ভোক্তা হেল্পলাইনে মোট ৫.৪১ লক্ষ অভিযোগ জানাও ও প্রযুক্তি-ভিত্তিক ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন উপভোক্তা বিষয়ক দফতরের সচিব নিধি খারে। চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে বিচারাধীন মামলার হার মাত্র ১৩.৩৪ শতাংশ, যা

দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা। তিনি বিশেষভাবে প্রশংসা করেন কর্পটিক ও কেরলের রাজ্য ভোক্তা কমিশন-এর, যারা দাখিলকৃত মামলার তুলনায় বেশি সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি করেছে। এছাড়াও বহু বেলো কমিশন টানা তিন বছর ধরে ১০০ শতাংশের বেশি নিষ্পত্তির হার ধরে রেখেছে।

২০২৫ সালে জাতীয় ভোক্তা হেল্পলাইনে মোট ৫.৪১ লক্ষ অভিযোগ

জানিয়েছেন, “এই সব শাস্তিচুক্তি কেন্দ্রের দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রতিফলিত করেছে। এগুলি উক্ত-পূর্বে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করেছে।” সোনোয়াল আরও জানান, এনডিএ সরকারের সময়ে উক্ত-পূর্ব ভারতে যোগাযোগ পরিকাঠামোর উন্নয়ন, বাণিজ্যিক বৃদ্ধি এবং জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেস শাসনকালে যে অব্যবস্থা ও শিশুশ্রমার ছাপ ছিল, তা আজ অনেকটাই অতীত বলে দাবি করেন তিনি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সৌন্দর্য বাইরে থেকে নয় ভেতর থেকে শুরু হয়

মানুষের সৌন্দর্য শুধু বাইরের সৌন্দর্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ত্বক যতই উজ্জ্বল হোক না কেন, যদি মন কলুষিত হয়, চিন্তা-ভাবনা নেতিবাচক হয় তবে সেই সৌন্দর্য অস্থায়ী এবং অপর্যাপ্ত থাকে। আজকের সমাজে আমরা প্রায়শই বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেই, ত্বক ফর্সা করার জন্য কতো রকমের প্রসাধনী, ট্রিটমেন্ট ও প্যাক ব্যবহার করি। কিন্তু আবার সৌন্দর্য, মন ও চিন্তার পরিব্রতা নিয়েই আমাদের ভাবনা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ত্বকের যত্ন — বাহ্যিক সৌন্দর্যের ভিত্তি

কিন্তু, আমরা ভুলে যাই যে যত্ন যদি কেবল চামড়ার হয়, অন্তরের না হয়, তবে তা অর্ধেক কাজের সমান। মনের যত্ন — প্রকৃত সৌন্দর্যের মূল মন হল সেই জায়গা, যেখান থেকে আমাদের চিন্তা, আবেগ, ও আচরণ জন্ম নেয়। যদি মন নেতিবাচক চিন্তা, হিংসা, অহংকার, বা হতাশায় পূর্ণ হয়, তাহলে বাইরের যত্ন কোনো স্থায়ী প্রভাব রাখতে পারে না। একজন মানুষের মুখে যতই প্রসাধন থাকুক, যদি তার ব্যবহারে সৌজন্য, দয়ালুতা, সহানুভূতি না থাকে তাহলে সেই সৌন্দর্য কিছুক্ষণেই বিবর্ণ হয়ে যায়। ত্বক ও মনের মধ্যে সম্পর্ক আমাদের শরীর ও মন একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। যেকোনো মানসিক চাপ বা উদ্বেগ আমাদের ত্বকে প্রভাব ফেলে। দেখা যায়, মানসিক অস্থিরতা থেকে ব্রণ, র‍্যাস, চুলকানি বা ত্বকের অন্য সমস্যাগুলো বেড়ে যায়। আবার মন ভালো থাকলে আমাদের মুখেও এক ধরনের দীপ্তি দেখা যায়। তাই শুধু ত্বক নয়, মনও পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হওয়া জরুরি।

তিরিশের আগেই পাকা চুল উঁকি মারছে?

বয়সের তিরিশের কোঠা পেরোয়নি। অথচ এখনই চুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে সাদা চুল। বয়স বাড়লে চুলে পাক ধরবে। প্রকৃতির যা নিয়ম, তা হবেই। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই চুলের এই অকালপক্বতা সত্যি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। চুলে পাক ধরার বিষয়টি খানিকটা বংশগত। তবে পুরোটা নয়। কাজের অত্যধিক চাপ, মানসিক উদ্বেগ, চিন্তা, বাইরের খাবারের প্রতি অমোঘ টান কম বয়সে চুল পেকে যাওয়ার অন্যতম কারণ। অকালে চুলের পাক ধরা আটকাতে জীবন নিয়মে না বাঁধলে চলে না। কিন্তু সব সময় নিয়ম মেনেও তা আটকানো যায় না। তা হলে উপায়? কম বয়সে চুল পেকে যাচ্ছে কেন, সেই কারণ খুঁজতে না বসে বরং সমাধানের পথ খুঁজুন। এই সমস্যা



থেকে বাঁচাতে পারে একটি মাত্র পানীয়। চুলের রং ফেরানোর পাশাপাশি যত্নও নেবে। পাকা চুলের সমস্যা অস্বস্তির কারণ হলে চুমুক দিতে পারেন এক বিশেষ পানীয়ে। কী সেই পানীয়? কী ভাবেই বা বানাবেন? এই পানীয় তৈরি করতে চুলে সহজে পাক ধরতে পারবে না।

প্রণালী: সব উপকরণ একসঙ্গে মিশ্রিত করে ঘুরিয়ে নিন। মিশ্রণটি একটি কাচের বোতলে ভরে রাখুন। রোজ দু'বেলা খাওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে এক চামচ করে এই পানীয় খান। নিয়ম করে খেলে সুফল পাবেন। চুলে সহজে পাক ধরতে পারবে না।

পায়ের পাতায় ব্যথা বশে রাখতে পারেন টেনিস বল



সারা দিন কাজের পর শারীরিক ক্লান্তি ঘিরে ধরা স্বাভাবিক। তবে দৈনিক কষ্টকে কখনও কখনও ছাপিয়ে যায় পায়ের ব্যথা। বাড়িতে থাকলে যে পায়ের উপর চাপ কম পড়ে, তা কিন্তু নয়। বিছানায় না শোয়া পর্যন্ত গোটা দেহের ভার বইতে হয়, পদযুলকে। তাই ছুটির দিন বাড়ি থাকলেও পায়ের বিশ্রাম হয় না। ঘুমের সময়ে পায়ের পেশি যতটুকু আরাম পায়, তা এই ধরনের ব্যথার জন্য যথেষ্ট নয়। অনেকের পায়ের এই অসহ্য ব্যথা থেকে রেহাই পেতে ঈষদুষ্ক জলে, সামান্য নুন দিয়ে পা ডুবিয়ে রাখেন। ফলে পায়ের পেশি, হ্যামস্ট্রিংয়ের ব্যথা কমে। চিকিৎসকেরা বলছেন, এই ধরনের ব্যথা নিয়ম করতে শুধু গরম জল যথেষ্ট নয়। তার জন্য সামান্য একটি ব্যায়াম অভ্যাস করা

জরুরি। অফিসে কাজ করতে করতে বা বাড়ি ফিরে টিভি দেখতে দেখতে পায়ের তলায় একটি টেনিস বল রেখে ঘোরালেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। পায়ের তলায় বল রেখে ঘোরালে কী উপকার হয়? গোটা শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা অঙ্গুর চিন্ম এসে জড় হয় পায়ের পাতায়। যা দেহটিকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করে। দেহের ভার বহন করতে করতে, চোট-আঘাত গেলে বা অতিরিক্ত এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে চোঁট-আঘাত গেলে বা অতিরিক্ত চোঁট-আঘাত করলে এই চিন্মগুলি নষ্ট হয়। পায়ের পেশি ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। ব্যথা, যন্ত্রণা, প্রদাহ শুরু হয়। পায়ের তলায় বল রেখে, চাপ দিয়ে ঘোরালে ওই নির্দিষ্ট অংশের প্রদাহ চোট-আঘাত গেলে বা অতিরিক্ত চোঁট-আঘাত করলে এই চিন্মগুলি নষ্ট হয়। পায়ের পেশি ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। ব্যথা, যন্ত্রণা, প্রদাহ শুরু হয়। পায়ের তলায় বল রেখে, চাপ দিয়ে ঘোরালে ওই নির্দিষ্ট অংশের প্রদাহ চোট-আঘাত গেলে বা অতিরিক্ত চোঁট-আঘাত করলে এই চিন্মগুলি নষ্ট হয়। পায়ের পেশি ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। ব্যথা, যন্ত্রণা, প্রদাহ শুরু হয়।

কম বয়সেই কুঁচকে যাচ্ছে চামড়া?

একটা বয়সের পর চামড়া শিথিল হয়ে পড়ে। ত্বকের টানটান ভাবও চলে যায়। তার অন্যতম একটি কারণ হল ত্বকে কোলাজেনের পরিমাণ কমতে থাকে। ত্বক পরিচর্যায় কোলাজেন প্রোটিনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বয়স কোলাজেনের ঘাটতির একটি কারণ হলেও একমাত্র নয়। বাইরের খাবার দোষার খাওয়া, দূষণ, ধূমপান করার মতো কিছু অভ্যাস কোলাজেন উতাদনের হার অনেকটা কমিয়ে দেয়। ফলে ত্বক শিথিলতা হারায়। ত্বকের জেল্লাও কমে যায় এর ফলে। ত্বকের উজ্জ্বল ধরে রাখতে তাই ভরসা রাখতে পারেন কয়েকটি খাবারের উপর।

মাছ মাছে অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি। তা ছাড়া জিঙ্ক ও কপারের মতো খনিজ পদার্থও থাকে। শরীরে কোলাজেন উতাদন করতে এই প্রকার খনিজের প্রয়োজন আছে। এগুলি কোলাজেন প্রোটিন ধ্বংস হতে বাধা দেয়। এর বাইরে মাছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাটও থাকে, যা ত্বকের জেল্লা বাড়াতে যা দারুণ উপকারী। আনারস অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ আনারস যত্ন নেয় শরীরের। এতে

জলের পরিমাণও অনেকটা বেশি। শরীরে জলের ঘাটতি মেটাতে আনারস দারুণ কার্যকর। ত্বকের প্রতিটি কোষ সচল রাখতেও আনারস কার্যকর। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ আনারস, প্রত্যক্ষ ভাবে শরীরে কোলাজেন উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করে। শরীরে জমে থাকা টক্সিন বার করে দিয়ে ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে খেতে পারেন আনারস।

লেবুজাতীয় ফল এই প্রকার ফলে ভাল মাত্রায় ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে, যা প্রত্যক্ষ ভাবে শরীরের কোলাজেন উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করে। লেবুজাতীয় ফলে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড শরীরে জমে থাকা টক্সিন বার করে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাই ত্বকের জেল্লা ধরে রাখতে নিয়মিত পাতে রাখতেই হবে লেবুজাতীয় ফল।

সবুজ শাকসব্জি শরীরে কোলাজেন উতাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উতেচকগুলির কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে ম্যাঙ্গানিজ। সবুজ শাকসব্জিতে প্রচুর মাত্রায় ম্যাঙ্গানিজ থাকে। তাই ত্বক ভাল রাখতে রোজের খাদ্যতালিকায় রাখতেই হবে পালং, বাঁধাকপি, ব্রকোলির মতো শাকসব্জি।



কর্পূরের সুবাস কি আদৌ স্বাস্থ্যকর?

গুহুস্থ বাড়িতে পুজোপাঠ করতে কিংবা জামাকাপড়ে সুগন্ধ আনতেই মূলত কর্পূর ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় আবার বাড়িতে পোকামাকড়ের উপদ্রব শুরু হলেও এটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রোজের গার্হস্থ্য ব্যবহার ছাড়াও এই তেল মালিশ করলে আরাম পাওয়া যায়। ১) শীতের মতো ঠাণ্ডা চুল পাতলা হয়ে যাওয়া বা খুশকির সমস্যায় অনেকেরই ভোগেন। নারকেল তেলের সঙ্গে কর্পূর মিশিয়ে চুল মাখুন। সারা রাত রাখার পর সকালে শ্যাম্পু করে নিন। এতে যেমন চুল ঝরার পরিমাণ কমবে, তেমনই এটি খুশকির সমস্যা কমাতেও সাহায্য করবে। ৪) পেশিতে মালিশ করলে উপকার পাওয়া যায়। ৫) অনিদ্রার সমস্যা দূর করতেও কর্পূরের ভূমিকা রয়েছে। ঘরে কর্পূর জ্বালিয়ে রাখলে ঘরে সুবাস আসে। সেই সুবাস ঘুম আনতে সাহায্য করে।



মনের মানুষ ছেড়ে গেলেও ব্রণ সহজে সঙ্গ ছাড়ে না। অথচ ব্রণের হাত থেকে মুক্তি পেতে কত কিছুই না করেন অনেকে। কিন্তু সুফল মেলে না কিছুতেই। বাজারচলতি প্রসাধনী ব্যবহার করা থেকে ঘরেপা টোটকা কোনও কিছুই বাদ যায় না। অথচ তার পরেও ত্বক ভর্তি ব্রণ নিয়ে নাজেহাল হতে হয়। একটা সময়ের পর হাল ছেড়ে

দেন অনেকেই। সেটা না করে বরং প্রতি দিন কয়েকটি ব্যায়াম করতে পারেন। সত্যিই উপকার পাবেন।

মতাসন প্রথমে একটি মাদুরের উপর টানটান করে শুয়ে পড়ুন। দু'পাশে টান টান করে রাখতে হবে দুই হাত। তার পরে চোখ বুজে ফেলতে হবে।

পাঁচ টি নিয়ম মেনে চললে পরিশ্রম ছাড়াই ঝরবে ওজন



সুস্থ থাকতে হলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ভীষণ জরুরি। কেবল সুন্দর দেখাবে বলেই নয়, রোগব্যাধিইয়ের ঝুঁকি কমাতেও ওজন কমানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা। হাঁটুর ব্যথা থেকে ডায়াবিটিস, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা থেকে লিভারের সমস্যা এড়াতে বাড়তি ওজন বশে রাখা জরুরি। ওজন ঝরাতে চাইলেও কেউ সময়ের অভাবে, কেউ আবার অনীহার কারণে শরীরচর্চা এড়িয়ে

চলেন। ওজন ঝরানোর ইচ্ছে থাকলেও পরিশ্রম করতে নারাজ? জেনে নিন, কোন নিয়ম মেনে চললে পরিশ্রম ছাড়াই ঝরবে ওজন।

১) জল খাওয়া: পুষ্টিবিদেরা রোজ ১১ গ্লাস জল খাওয়ার পরামর্শ দিলেও অনেকেই সেই নিয়ম মানেন না। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘন ঘন জল খাওয়ার অভ্যাস করুন। ভাজাভুজি খাওয়ার ইচ্ছে হলেই জল খেয়ে নিন। এতে ভুলভাল খাওয়ার ইচ্ছে কমবে।

২) পরিমাণ বুঝে খাওয়া: ওজন সম্পূর্ণ উল্টো। কম ঘুম হলে বরং বাড়তে পারে ওজন। এক জন থাকেন। এই অভ্যাস স্বাস্থ্যকর নয়।

সবই খান তবে পরিমাণ বুঝে। বড় থালা ও বাটির বদল ছোট থালা-বাটি ব্যবহার করুন।

৩) ফাইবারজাতীয় খাবার: রোজের ডায়েটে বেশি করে ফাইবারসমৃদ্ধ খাবার রাখুন। ফল, শাকসব্জি, ড্রাই ফ্রুট, গ্রিন ইয়োগার্ট বেশি করে খেতে হবে। এর ফলে পেটও ভরা থাকে আর হজমও ভাল হয়।

৪) পর্যাপ্ত ঘুম: ওজন কমিয়ে রোগা হওয়ার দ্রুততম উপায় হল পর্যাপ্ত ঘুম। অনেকের ধারণা, বেশি ঘুমলে মোটা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু বিষয়টি আসলে সম্পূর্ণ উল্টো। কম ঘুম হলে বরং বাড়তে পারে ওজন। এক জন থাকেন। এই অভ্যাস স্বাস্থ্যকর নয়।

হাতের স্মার্টওয়াচটাই বাঁচাল তরুণের প্রাণ

স্মার্টওয়াচের কারণেই বাঁচল প্রাণ। ৪২ বছর বয়সি লন্ডনের এক তরুণ জানিয়েছেন কী ভাবে স্মার্টওয়াচের কারণে তিনি হার্ট অ্যাটাক থেকে রক্ষা পেলেন। হকি ওয়েল নামক সংস্থার সিও পল ওয়াফাম মনিং ওয়াক করার সময় বুকে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন। হাতে স্মার্টওয়াচ থাকার কারণেই প্রাণ বেঁচেছে তাঁর। সংবাদমাধ্যমকে পল বলেন, “প্রতি দিনের মতো সকাল ৭টার সময় আমি বাড়ির কাছেই একটি জায়গায় মনিং ওয়াক করতে যাই। মিনিট পাঁচেক সৌন্দর্যের পরেই আমার বুকে যন্ত্রণা শুরু হয়।” সংবাদমাধ্যমকে পল জানিয়েছেন কী ভাবে স্মার্টওয়াচের কারণে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েছে। পল বলেন, “বুকে তীব্র যন্ত্রণার কারণে আমি মাটিতে লুটিয়ে পরেছিলাম।



যন্ত্রণা সহ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল। কোনও রকমে স্মার্টওয়াচের সাহায্যে স্ত্রী লরাকে ফোন করতে সক্ষম হই। আমার বাড়ি থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্বেই ছিলাম বলে লরা সময়মতো এসে আমায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে পেরেছে।” হাসপাতালে পরীক্ষার পরে জানা যায়, ধমনীতে রক্তকণিকার কারণেই হার্ট অ্যাটাকে

আক্রান্ত হন পল। চিকিৎসকের তত্তরতায় সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। ছদ্দিন পরে পলকে ছাড়া হয়। পল বলেন, “আমার হার্ট অ্যাটাকে খবর শুনে সকলেই বিস্মিত হন। আমি আমার ওজন সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখি, নিজেকে ফিট রাখতে সব রকম চেষ্টা করি। আমার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার ঘটনা তাই অবাক করেছে সকলকেই।”

পেট ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে লাউ

শরীর সুস্থ রাখতে লাউ এর জুড়ি খুবই কম রয়েছে। পেট ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে লাউ, হজম হতে সাহায্য করে আবার ওজনও ঠিক রাখে। রোজ নিয়ম করে লাউ খেলে ওজন কমবেই লাউ এর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টিও। থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রয়োজনীয় খনিজ। গরম কালে তাই রোজ লাউ খাওয়ার কথা বলা হয়। এখন সারাবছরই লাউ পাওয়া যায়। লাউ এর তরকারি, ডাল দুই ভাল লাগে

প্রয়োজন পড়ে না। একটা কড়াই বেশ কিছুটা জল আর বাফ চামচ নুন দিয়ে ফুটতে দিন। খোসা ছাড়ানো ডুমো ডুমো করে কাটা লাউ দিন জলে, দুটো আলুর খোসা ছাড়িয়েও জলে দিতে হবে ঢাকা দিয়ে এই দুই সবজি সেদ্ধ করে নিতে হবে। ৫-৭ মিনিট সেদ্ধ করে গরম জল থেকে তুলে নিন। অন্য একটি গ্যাসে কড়াই বসিয়ে তাতে ২ চামচ সরষের তেল গরম করে নিতে হবে। সোয়াবিন আগে থেকে গরম জলে ফুটিয়ে জল চিপে শকনো করে রাখতে হবে



আলুতে নুন দিয়ে ভেজে নিন। এবার এক চামচ আদা গ্রেট করে দিন। আদার কাঁচা গন্ধ গেলে হালদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লবঙ্গ গুঁড়ো, জিরে-ধনে গুঁড়ো দিয়ে মশলা কষিয়ে নিতে হবে। মশলার বাটি ধোওয়া জল দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন

সোয়াবিন দিয়ে কষিয়ে সেদ্ধ করে রাখা লাউ দিন। স্বাদমতো নুন দিয়ে মশলার সঙ্গে লাউ মিশিয়ে দিন। কয়েকটা গোটা কাঁচালবঙ্গ ফেলে দিন। মশলার সঙ্গে ভাল করে কষলে ছোট একবাটি জল দিন। ১ চামচ চিনি দিন, কড়াইতে ঢাকা দিয়ে রান্না করলেই তৈরি রান্না। একটু গরম মশলা, ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

শরীর সুস্থ রাখতে লাউ এর জুড়ি খুবই কম রয়েছে। পেট ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে লাউ, হজম হতে সাহায্য করে আবার ওজনও ঠিক রাখে। রোজ নিয়ম করে লাউ খেলে ওজন কমবেই লাউ এর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ পুষ্টিও। থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রয়োজনীয় খনিজ। গরম কালে তাই রোজ লাউ খাওয়ার কথা বলা হয়। এখন সারাবছরই লাউ পাওয়া যায়। লাউ এর তরকারি, ডাল দুই ভাল লাগে

প্রয়োজন পড়ে না। একটা কড়াই বেশ কিছুটা জল আর বাফ চামচ নুন দিয়ে ফুটতে দিন। খোসা ছাড়ানো ডুমো ডুমো করে কাটা লাউ দিন জলে, দুটো আলুর খোসা ছাড়িয়েও জলে দিতে হবে ঢাকা দিয়ে এই দুই সবজি সেদ্ধ করে নিতে হবে। ৫-৭ মিনিট সেদ্ধ করে গরম জল থেকে তুলে নিন। অন্য একটি গ্যাসে কড়াই বসিয়ে তাতে ২ চামচ সরষের তেল গরম করে নিতে হবে। সোয়াবিন আগে থেকে গরম জলে ফুটিয়ে জল চিপে শকনো করে রাখতে হবে

আলুতে নুন দিয়ে ভেজে নিন। এবার এক চামচ আদা গ্রেট করে দিন। আদার কাঁচা গন্ধ গেলে হালদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লবঙ্গ গুঁড়ো, জিরে-ধনে গুঁড়ো দিয়ে মশলা কষিয়ে নিতে হবে। মশলার বাটি ধোওয়া জল দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন

সোয়াবিন দিয়ে কষিয়ে সেদ্ধ করে রাখা লাউ দিন। স্বাদমতো নুন দিয়ে মশলার সঙ্গে লাউ মিশিয়ে দিন। কয়েকটা গোটা কাঁচালবঙ্গ ফেলে দিন। মশলার সঙ্গে ভাল করে কষলে ছোট একবাটি জল দিন। ১ চামচ চিনি দিন, কড়াইতে ঢাকা দিয়ে রান্না করলেই তৈরি রান্না। একটু গরম মশলা, ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

শত চেষ্টাতেও ব্রণের সমস্যা কমছে না?

দেন অনেকেই। সেটা না করে বরং প্রতি দিন কয়েকটি ব্যায়াম করতে পারেন। সত্যিই উপকার পাবেন।

মতাসন প্রথমে একটি মাদুরের উপর টানটান করে শুয়ে পড়ুন। দু'পাশে টান টান করে রাখতে হবে দুই হাত। তার পরে চোখ বুজে ফেলতে হবে।

শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। এ বার ধীরে ধীরে ধনুকের মতো করে পিঠ বেঁকিয়ে নিন। শরীরের ভার হাতের উপর রাখুন। বুকে উপরের দিকে উঠে আসবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। এই ভঙ্গিতে দু'-তিন মিনিট থাকতে পারলে মিলবে সুফল।

সর্বাস্পন্দন এই আসনটি করতে প্রথম চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন।

পা দু'টি জোড়া করে উপরে তুলুন। এ বার দু'হাতের তালু দিয়ে পিঠ এমন ভাবে ঠেলে ধরুন, যেন ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত এক সরলরেখায় থাকে। খুতনিটি বুকের সঙ্গে লেগে থাকবে। দৃষ্টি থাকবে পায়ের আঙুলের দিকে। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। প্রতি দিন ৩-৪ বার এই

আসনটি করুন। দেখবেন ব্রণের সমস্যা কমে গিয়েছে।

বালসান হাঁটু মুড়ে গোড়ালির উপর বসুন। এ বার দুই হাত প্রসারিত করে পেট মুড়ে সামনের দিকে ঝুঁক যান। বুকে যেন উরঃ স্পর্শ করে। মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে রাখুন। শ্বাস স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করুন। নিয়মিত এই আসনগুলি করলে সত্যিই উপকার পাবেন।

রাজ্যের ১৪ লক্ষ মানুষকে এখন পর্যন্ত হেপাটাইটিস-বি টিকাকরণের আওতায় আনা সম্ভবপর হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন: রাজ্যের ১৪ লক্ষ মানুষকে এখন পর্যন্ত হেপাটাইটিস-বি টিকাকরণের আওতায় আনা সম্ভবপর হয়েছে। হেপাটাইটিস-বি ও সি-এর র‍্যাপিড কিট বেসড শনাক্তকরণ উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্বর পরাস্ত করা হচ্ছে। আজ দু'দিনব্যাপী ৮ম এইচ.এফ.টি. লিভারকনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। হীপানিয়া আন্তর্জাতিক সেলা প্রাঙ্গণে হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা এই কর্মসূচির আয়োজন করে। এতে রাজ্য ও বহিরাঙ্গের চিকিৎসক, স্বৈচ্ছাসেবকগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী "দ্য ভয়েস অব লিভার" নামে একটি স্মরণিকারও আবেগ উন্মোচন করেন। এবারকার আয়োজিত কর্মসূচির থিম হলো- "লিভার স্লেভ ফর অল, এমপাওয়ারমেন্ট অব কমিউনিটি।

রাস্তা সংস্কার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

আগরতলা, ১৪ জুন : মাতারবাড়ি আরডি রকের অন্তর্গত জনজাতি এলাকা মাইদাবাড়ি নয়াপুখী বাওয়ার রাস্তার বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি নির্মাণ কাজ শুরু হলেও ওই এলাকাটিকে এক ব্যক্তি বাধা দেওয়া কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এরই প্রতিবাদে অবরোধে বসে মাইদাবাড়ি এলাকার লোকজনরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে, দু'জনের শিকার হতে হয়েছে নিত্য যাত্রীদের। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে উদয়পুর মহকুমা পুলিশ অধিকারিক নির্মাণ দাস এবং মাতারবাড়ি রকের অন্যান্য অধিকারিকরা। তাঁদের দাবি, এলাকার বিধায়ক অভিযুক্ত দেবরায় এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের একটি দাবি পূরণের লক্ষ্য নিয়ে উদয়পুর মহকুমা পুলিশ অধিকারিক নির্মাণ দাস এবং মাতারবাড়ি রকের অন্যান্য অধিকারিকরা। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন অভিযুক্তের সমস্যা সমাধান করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করেন তাঁরা।

ব্রাউন সুগার সেবন করতে এসে জনতার হাতে আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ জুন: কৈলাসহর কাজিরগাঁও মোহনপুর এলাকায় ব্রাউন সুগার সেবন করতে এসে জনতার হাতে আটক হলে তিন ব্যক্তি। তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। শনিবার দুপুর বেলা ব্রাউন সুগার সেবন করতে এসে তিন ব্যক্তি আটক হয় এলাকাবাসীদের হাতে। ঘটনা কৈলাসহর কাজিরগাঁও মোহনপুর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় একটি ই রিক্সা নিয়ে ওই তিন ব্যক্তি ওই এলাকায় আসে। ওরা সেই ই রিক্সার মধ্যে বসে ব্রাউন সুগার সেবন করে। এরপর ওরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। স্থানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে গেলে ঘটনাস্থলে এসে জড়ো হয়। ওই এলাকায় এরা প্রায় সময় ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে আসে বলেও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। পরবর্তী সময় খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর থানায়। কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনার স্থলে গিয়ে ওই তিন ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে ওরা কৈলাসহর থানার হেফাজতে রয়েছে। পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি ব্রাউন সুগারের কোঁটাও উদ্ধার হয়ে পুলিশ। এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে কৈলাসহর থানার পুলিশ।



অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, ২০২০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যে ১,৩৩৩ জন

হেপাটাইটিস-সি আক্রান্ত রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা হয়েছে। তাছাড়া হেপাটাইটিস-বি আক্রান্ত ৩,৪৭৬

জনকে আজীবন বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যের এজিমসি ও জিবিবি হাসপাতাল

ছাড়াও সবগুলি জেলা হাসপাতাল এবং বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে হেপাটাইটিস-বি ও সি-এর বিনামূল্যে চিকিৎসা উপলব্ধ রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ওষুধও বিনামূল্যে রোগীদের দেওয়া হয়। রাজ্যকে হেপাটাইটিস রোগমুক্ত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ও হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা যৌথভাবে কাজ করছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে হেপাটাইটিস টিকাকরণের জন্য ৬ হাজারের অধিক টিকা পাওয়া গেছে। হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা রাজ্যে হেপাটাইটিস রোগ সম্পর্কে জনজাগরণ, টিকাকরণ ও চিকিৎসা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সাম্প্রতিককালে ফ্যাটি লিভার রোগের হার ক্রমশ বাড়ছে। এরফলে লিভার সিরোসিস ও লিভার

৩৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে দুটি নতুন প্রজাতির কঁচোর সন্ধান মিলেছে

আগরতলা, ১৪ জুন : ত্রিপুরা রাজ্যে দুইটি নতুন প্রজাতির কঁচোর সন্ধান মিলেছে। নতুন প্রজাতি দুটি হল Kanchuria tripuraensis G Kanchuria priyansankari। এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি সম্ভব হয়েছে রাজ্যের গবেষক দলের নেতৃত্বে হওয়া এক জাতীয় স্তরের যৌথ গবেষণার মাধ্যমে। গবেষণা দলটির নেতৃত্ব দিয়েছেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. অনিমেষ দে, যিনি ইকোলজি আন্ড বায়োডাইভার্সিটি ল্যাবোরটরির প্রধানও। তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন কেরালার গবেষক এস. প্রসাদ নারায়ণন, আর। পালিওয়াল এবং অন্যান্য সদস্যরা। প্রসঙ্গত, এই দুই কঁচোর নমুনা প্রথম সংগৃহীত হয়েছিল ২০০৪ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে, ড. সর্বাসাচী নাথ ও ড. অনিমেষ দে-র পিএইচ.ডি. গবেষণার সময়। তারা এই নমুনাগুলি রাজ্যের রাবার ও আনারস বাগান এলাকা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন কঁচো গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অধ্যাপক প্রিয়ান্বন্ধর চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত)। সম্প্রতি, একদল নবীন গবেষক পুনরায় এই প্রজাতিগুলির নমুনা সংগ্রহে সফল হন, যার ফলস্বরূপ আজ এই নতুন বৈজ্ঞানিক ঘোষণা। প্রথম নতুন প্রজাতি 'Kanchuria tripuraensis'-এর নামকরণ করা হয়েছে রাজ্যের নাম অনুসারে, কারণ এই প্রজাতির প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় ত্রিপুরা থেকেই। অন্যদিকে, দ্বিতীয় প্রজাতি 'Kanchuria priyansankari' -এর নামকরণ করা হয়েছে অধ্যাপক প্রিয়ান্বন্ধর চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। তিনি গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে কঁচো গবেষণায় অবদান রেখে ত্রিপুরার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণার মানচিত্রে স্থান দিয়েছেন। এই আবিষ্কার শুধু রাজ্যের জীববৈচিত্র্য চর্চার ক্ষেত্রে নয়, সারা দেশের জন্যই একটি গর্বের বিষয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

পিএস সূর্য ঘর যোজনা শিবিরে খোয়াই বিদ্যুৎ নিগমের ভূমিকায় ক্ষুর পুর চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৪ জুন: কেন্দ্রীয় সরকারের একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প পিএস সূর্য ঘর মুক্ত বিজলি যোজনা। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় আয়োজিত হচ্ছে এই যোজনার বিশেষ শিবির। অভিযোগ, খোয়াই বিদ্যুৎ নিগমের বদান্যতায় শিবিরে স্থানীয়দের উপস্থিতি ছিল হাতে গোনা। লোকসমাগম থেকে ক্ষিপ্ত হয়ে শিবিরের উদ্বোধন না করেই চলে গেছেন খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবানীষ নাথশর্মা। এই বিষয়ে বিদ্যুৎ নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার দিবাকর নাথ,

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার স্বপেন্দ্র দেববর্মা এবং জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার প্রীতম দেববর্মার সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তারা কেউই সাড়া দেননি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সারাদিনের শিবিরে দর্শকের সংখ্যা ২০-২৫ জনও পেরোয়নি, মাঠ জুড়ে ছিল খালি চেয়ারের সারি। আজ খোয়াই শ্রীনাথ বিদ্যাদানিকতন স্কুল মাঠে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভেড়ারদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও, জনগণের সাড়া না পেয়ে তাঁদের লক্ষ্য ও ক্ষোভ

নিয়ে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। একটাই অভিযোগ, এই খোয়াই বিদ্যুৎ নিগমের খামখেয়ালী পন্যতেই এই অনুষ্ঠানটি এদিন কার্যত ফল হইছে। সব মিলিয়ে, একটি সম্ভাবনাময় কেন্দ্রীয় প্রকল্প শুধুমাত্র উদাসীনতার কারণে খোয়াইবাসীর কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলো। জনগণের অভিমত, জাতীয় স্তরের একটি প্রকল্প নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের আরও অনেক বেশি দায়িত্বশীল ও স্বচ্ছ হওয়া উচিত ছিল। অসন্তোষের আবেগের মধ্যেই আজকের এই সন্ধ্যায় কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।



সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাড়িতে হামলার প্রতিবাদ শনিবার সরব হয় সংস্কার ভারতী সদস্যরা।

গোপন অভিযানে বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার, পলাতক নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুন: গতকাল রাতে এক নেশা কারবারির বাড়িতে হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ অধিকারিক পান্নালাল সেনের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পায়। পুলিশের কাছে খবর ছিল যে, তেলিয়ামুড়া মহকুমার ২৯ কৃষপূর বিধানসভা কেন্দ্রের জারুলিং বাড়ি এলাকার বাসিন্দা এক সন্তানের জননী লক্ষী নাথ ভৌমিক, স্বামী মৃত অমরেশ ভৌমিকের বাড়িতে

অবৈধ নেশা সামগ্রী মজুদ রেখে বিক্রি করা হচ্ছে। ফলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ এর অভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছিলেন না পুলিশ প্রশাসন। অবশেষে গুজবের রাত আনুমানিক ৯টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ অধিকারিক পান্নালাল সেনের নেতৃত্বে তেলিয়ামুড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী সেই নেশা কারবারি লক্ষী ভৌমিকের বাড়িতে হানা দেয়। যদিও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় বাড়ির লোকজন

। ফলে বাড়ি থেকে কাউকে আটক করা সম্ভব না হলেও, পুলিশ সেই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অবৈধ ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১ থেকে দেড় লক্ষ টাকা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এমনটাই জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ অধিকারিক পান্নালাল সেন। এদিনের এই অভিযানে মহকুমা পুলিশ অধিকারিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়ার ডিসিএম হরিপদ সরকার সহ তেলিয়ামুড়া থানার অন্যান্য পুলিশ অধিকারিকরা।

রাজ্যের উন্নয়নে ১৪.২২ কোটি টাকা প্রদান এনইসি'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন: উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ (এনইসি) চলতি বছরের মে মাসে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন খাতের উন্নয়নে মোট ১৪.২২,৬৪,৩৬৫ টাকা অর্থ প্রদান করেছে। এই অর্থের মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটন, কৃষি, শিল্প, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবহণ ও যোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সেচ, জল ব্যবস্থাপনা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ সহ ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রকল্পগুলির

মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হল: খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাওয়াইবাড়ি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলফায় শূকর প্রজনন খামার স্থাপনে ১০,৭১,৪৫১ টাকা। আইডেন্টিফিকেশন পরিষেবা প্রদান প্রকল্পে ধলাই জেলার গঙ্গানগর আরডি ব্লকে ১, ১০,৪৯,৮০৪ টাকা এবং রইসাবাড়ি আরডি ব্লকে ১,৫৪,৪৩, ৫৪৩ টাকা। মংসা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুকুর খনন এবং ক্ষুদ্র জলাশয় সংস্কারে ১,০০,৩৭,৪০০

টাকা। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের জন্য উন্নয়মানের বীজ সরবরাহের লক্ষ্যে ৬টি ইন্সটিটিউটে বীজ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনে ২ কোটি টাকা। দুটি আধুনিক কৃষি পণ্য বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়নে ৩ কোটি টাকা। ত্রিপুরার ধলাই জেলার ইন্সটিটিউটে প্যাক হাউজ নির্মাণে ৮০ লক্ষ টাকা। রত্নার হাউজ ও পোন্ডি হ্যাচারি স্থাপনে ১,৫১,০৩,৮৭৪ টাকা। ত্রিপুরা বিবেকানন্দ ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির

৩৬ এর পাতায় দেখুন

অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি তিপ্রা মথার



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন: অবৈধ অনুপ্রবেশ রুখতে এবার রাজ্যপালের মাধ্যমে দেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি প্রদান করলেন তিপ্রা মথার মন্ত্রী বিধায়ক এমডিসিরা। শনিবার সন্ধ্যায় ১৫ জনের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎ করে এই স্মারক লিপি প্রদান করেন। এই দিনের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, মন্ত্রী বৃষকেন্দ্র দেববর্মা সহ অন্যান্য তিপ্রা মথার বিধায়ক ও এমডিসিগণ। এদিন সাংবাদিকদের

মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, ভারত সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ত্রিপুরায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের ভারত থেকে বের করে তাদের নিজ দেশে পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করে কাছ এদিনের স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং মায়ানমার থেকে যে সকল অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে প্রবেশ করেছে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার আবেদন জানানো হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার জন্য এবং তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য একটি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করা হোক। ত্রিপুরা পুলিশ, আসাম রাইফেলস, সিআরপিএফ, বিভিন্ন আরক্ষ বাহিনীর দ্বারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হোক, স্মারক লিপির মাধ্যমে এই আবেদন জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

স্বামী ও ছেলের হাতে আক্রান্ত মহিলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

শান্তির দাবি জানাল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৪ জুন: দ্বিতীয় স্বামী এবং নেশাখোর সং ছেলের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন মহিলা। আহত মহিলার নাম ছায়া বণিক। ছুরি দিয়ে আঘাত করে এলোপাখাড়ি মারধর করা হয় ওই মহিলাকে। নাথ্য বিচারের দাবিতে এলাকার মহিলারা সকলে মিলে সোনামুড়া থানায় নিয়ে আসে আহত মহিলাকে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ সকালে ওই মহিলাকে নেশাগ্রস্ত

ছেলে কোন কারণ ছাড়াই মারধর করতে শুরু করে। উনি সহ্য করতে না পেরে বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে চাইলে মধুবন খুলন্ত ব্রিজের সামনে বণিক। ছুরি দিয়ে আঘাত করে এলোপাখাড়ি মারধর করা হয় ওই মহিলাকে। নাথ্য বিচারের দাবিতে এলাকার মহিলারা সকলে মিলে সোনামুড়া থানায় নিয়ে আসে আহত মহিলাকে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ সকালে ওই মহিলাকে নেশাগ্রস্ত

হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখান থেকে মোলায়ম হাসপাতালে রেফার করা হয়। পরবর্তী সময়ে এলাকার সকল মহিলারা মিলে দৌলদিগের কঠোর শাস্তির দাবিতে সোনামুড়া থানায় একত্রিত হয়ে গোটা ঘটনার প্রতিবাদ জানায়। তারা দাবি তুলেছে ওই ধরনের ঘটনা সমাজের জন্য কলঙ্ক। দৌলদিগের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যাতে হয় সেজন্য প্রশাসন সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, দাবি স্থানীয়দের।

তিন দফা দাবিতে শহরে বিক্ষোভ আমরা বাঙালির

আগরতলা, ১৪ জুন : দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিয়ত বাঙালির অকথা নির্যাতন এবং আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। অসম, ত্রিপুরা, উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ বাঙালী নির্যাতনকারী, হত্যাকারীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটাই- তা হলো এ অঞ্চলকে পুরো বাঙালীশূন্য করা। এরই প্রতিবাদে তিন দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শহরে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন আমরা বাঙালি দল। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গৌরাদ রুস্ত পাল বলেন, বাঙালীদের উপর অকথা নির্যাতন, আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রাণরক্ষার তাগিদে গুটি কয়েক মানুষের সীমান্ত ভিঙ্গিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেওয়া ইম্যুকে কেন্দ্র করে ভারতের বাঙালী বিদ্রোহী চক্রান্তকারীরা আবার নতুন উদ্যমে বাঙালীদের উপর আক্রমণ শুরু করেছে। মাসাধিক কাল আগে গুজরাটে সরকারী উদ্যোগে বৃলডজার চালিয়ে শ'য়ে শ'য়ে

বাঙালী পরিবারের বাড়ীঘর, দোকানপাট ভেঙ্গে চূড়মাড় করে তাড়িয়ে দেয়। খবরে জানা যায় তারা পঞ্চাশ বছরেরও অধিক সময় ধরে স্থায়ীভাবে গুজরাতে থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করে বেঁচে বর্তে ছিল যেমন ভাবে গুজরাটীসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা সহ বাংলার অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি নির্বিঘ্নে করে নির্যাতন, আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনার ঘটনা ঘটে পক্ষকাল আগে ওড়িশা রাজ্যে কর্মরত বাঙালী পরিবারী শ্রমিকদের উপর। শুধু গুজরাত, ওড়িশাই নয়, বিগত কয়েক বছর ধরে বিহার, মহারাষ্ট্র, দিল্লীসহ দেশের সর্বত্র বিভিন্ন অঙ্গুহাতে বিদেশী, বহিরাগত, বাংলাদেশী ইত্যাদি অভিযাত্র ভূষিত করে বাঙালীদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে সাংবিধানিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অসম, ত্রিপুরাসহ

সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে তো বাঙালীদের অবস্থা সবচেয়ে কলঙ্ক। এদিন তিনি আরও বলেন, এখানেই শেষ নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সম্পূর্ণ বাঙালীশূন্য করার লক্ষ্যে পঞ্চাশের দশক থেকে অসমে উথ অসমিয়াদের দ্বারা 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন ও ৮৩ সালে নেত্রীর বাঙালী গণহত্যা সংঘটিত হয়। তেমনি ত্রিপুরাতে বাঙালী বিদ্রোহী 'সেক্রেক পাটরি' মাধ্যমে প্রথমে পঞ্চাশের দশকে বাঙালী হত্যা, গুমকান্ড সংঘটিত করার পর ৮০ সালে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড় বাঙালী গণহত্যা সংঘটিত করা হয়। অসম, ত্রিপুরা, উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ বাঙালী নির্যাতনকারী, হত্যাকারীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটাই- তা হলো এ অঞ্চলকে পুরো বাঙালীশূন্য করা। অথবা ত্রিপুরা যেমন বাংলার অঞ্চল ও বাঙালীরা ত্রিপুরার আদি বাসিন্দা তেমনি বর্তমান অসম রাজ্যের

৩৬ এর পাতায় দেখুন



রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাড়িতে হামলার প্রতিবাদ শনিবার সোনামুড়ায় প্রতিমা ভৌমিকের নেতৃত্বে এক বিক্ষোভ র‍্যালি আয়োজিত হয়।